গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
এপিএ শাখা
www.rdcd.gov.bd

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজন সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	ড. হুমায়রা সুলতানা অতিরিক্ত সচিব (পরি: ও উন্ন:) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
তারিখ ও সময়	:	২৩/০৩/২০২৩ (বৃহস্পতিবার), সকাল ০৯:৩০ মিঃ
সভার স্থান	:	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (জুমপ্ল্যাটফর্ম)

সভায় উপস্থিতি পরিশিষ্ট –'ক'-তে দ্রষ্টব্য।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সভার আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ:

ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি;
খ) ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা;
গ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন;
ঘ) তথ্য অধিকার;
ঙ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা;
চ) বিবিধ।

২. আলোচনা:

২.১ সভাপতি সভায় অবহিত করেন যে, সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, ফলাফলধর্মী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান এবং কর্মকৃতি বা Performance মূল্যায়নের লক্ষ্যে সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারি অফিসসমূহে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' বা এপিএ প্রবর্তন করে। এবছর এপিএ'র কাঠামোতে সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমসমূহকে (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার) সমন্বিতভাবে এপিএ'র অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হল শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। এ কৌশলে রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের সাংবিধানিক ও আইনগত স্থায়ী দায়িত্ব; সুতরাং সরকারকে অব্যাহতভাবে এই লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। আমাদের নিজ নিজ কার্যালয়ে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের উদ্যোগী হতে হবে। তিনি বলেন বাংলাদেশের গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, এসএফডিএফ, পিডিবিএফ এর ভূমিকা ব্যাপক। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে উঠবে। এক্ষেত্রে সকল অংশীজনের শুদ্ধাচার চর্চা অত্যন্ত জরুরী। শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সকল সরকারী সেবাসমূহ দ্রুত এবং বিনা বাধায় প্রদান করা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মচারীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা থাকতে হবে। সরকারি সেবায় সংক্ষুব্ধ হলে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (অনলাইন/অফলাইন) এর মাধ্যমে জনগণ যেন কাঙ্খিত সেবা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সচেতন নাগরিক

হিসেবে দেশের প্রতি সকল দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে হবে আর এভাবেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। সরকারী সেবাকে গণমানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে আমরা সবাই প্রত্যয়ী ও সচেতন হবো এই আশা ব্যক্ত করেন।

২.২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের মূল লক্ষ্য শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরেও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে নম্বর প্রদান ও সে আলোকে মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ০৩টি ক্ষেত্রে কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে: ১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, ২.আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন , ৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১নং সহ ন্যুনতম চারটি কার্যক্রম)।

২.৩ তিনি আরও জানান সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন ও তথা সরকারের সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুশাসন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণ, গ্রহণ, অর্জন প্রদান এবং রিপোর্টিং এর জন্য সফটওয়্যার প্রবর্তন করা হয়েছে। এই সফটওয়্যারটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে, দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের কার্যক্রমের ধরণ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বর্ণনা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হবে। এই সফটওয়্যারটি জাতীয় শুদ্ধাচার সম্পর্কিত সকল তথ্যের উৎস এবং এই সিস্টেমটি ব্যবহারের মাধ্যমে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত সকল কাজ খুব সহজে করা যাবে। এতে কাজে দ্রুততার পাশাপাশি সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আসবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করবে।

২.৪ তথ্য প্রদান (আরটিআই) বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা তথ্য অধিকার বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন যে, তথ্যের জন্য কারো আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্র গ্রহণের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ও যথাযথভাবে ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহ করবেন। কোন অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে তথ্য মূল্য পরিশোধ করার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন। কোন অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে অনুরোধকৃত তথ্য প্রদানে অপারগ হলে আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করবেন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ তথ্য প্রদান ইউনিট হিসেবে এর আপিল কর্তৃপক্ষ হবেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর সিনিয়র সচিব/সচিব। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তার নাম ও পদবী ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে সিদ্ধান্ত লাভের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারবেন। আপিল আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল নিষ্পত্তি করবেন। আপিল নিষ্পত্তির সময়সীমা অতিবাহিত হবার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য অধিকার আইনে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। তথ্য কমিশন সাধারণত ৪৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। তবে তদন্তের বিষয় থাকলে সর্বমোট ৭৫ দিনে অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে।

২.৫ সভাপতির অনুমতিক্রমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, সেবা গ্রহীতাদের সেবা গ্রহণে সঠিক নির্দেশনা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রতিশ্রুত সেবাসমূহকে নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ক) নাগরিক সেবা খ) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা এবং গ) অভ্যন্তরীণ সেবা। তিনি এ বিভাগের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ সম্পর্কে সকলকে আবহিত করেন। তিনি বলেন যে, এ বিভাগের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ১.১.১ নং সূচকে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কমিটি পুনর্গঠন; ১.২.১ নং সূচকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন; ১.৩.১ নং সূচকে দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে সভা আয়োজন ১.৪.১ নং সূচকে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ; ২.১.১ নং সূচকে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং ২.২.১ নং সূচকে সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজনের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। তিনি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিটিজেন চার্টারে বর্ণিত তথ্যসমূহ এ বিভাগ ও অধীনস্থ সপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য সহায়ক কি না এবং সেবা প্রদানের সময়সীমা অনুসারে সেবা প্রদান করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে মতামত জানানোর জন্য সভায় অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ জানান।

২.৬ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি, কম সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও ভোগান্তি ছাড়া সেবা প্রদান এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে স্বপ্রণোদিতভাবে সেবা প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে। তবে অভিযোগের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাকে প্রতিটি সরকারি দপ্তরের প্রশাসনিক দায়িত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা বাঞ্ছনীয়। সেবাপ্রত্যাশীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে এবং প্রাপ্ত অভিযোগের আলোকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রতিকার করে তাদেরকে অবহিত করতে হবে। তবে প্রতিটি অভিযোগ বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিকারের তুলনায় অভিযোগের কারণ ও প্রকৃতি অনুসন্ধানপূর্বক তা স্থায়ীভাবে নিরসন এবং সেবা প্রদান ব্যবস্থার স্থায়ী সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সেবাপ্রত্যাশী ও গণকর্মচারীদের অসন্তোষ দূর করার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। রাষ্ট্রের একজন নাগরিক/ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে তিনি কিভাবে অভিযোগ দাখিল করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন । অনলাইন ও অফলাইনেও (অভিযোগ মতামত বক্স) অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। অন লাইনে অভিযোগ দাখিলের ওয়েবসাইট (www.grs.gov.bd)।

৩. মুক্ত আলোচনা

৩.১ সভায় অংশগ্রহণকারীদের মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হলে উপপরিচালক, বিআরডিবি, মৌলভী বাজার থেকে জানান যে, উপজেলা পর্যায়ে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেটি যদি ইউনিয়ন পর্যায় প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান যেমন: (গরু মোতাতাজাকরণ, হাঁস মুরগী পালন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা) তাহলে সুফলভোগীরা দ্রুত প্রাণি চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

৩.২ গাইবান্ধার সাদুল্ল্যাপুর উপজেলার জামুডাঙ্গা মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোক্তা লাভলী বেগম জানান, তিনি ২০১৮ সালে বিআরডিবি হতে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ২০২০ সালে প্রশিক্ষক হিসাবে জামুডাঙ্গা মহিলা সমবায় সমিতি, গাইবান্ধা সাদুল্ল্যাপুরে যোগদান করে ১৫০০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তার অধীনে প্রায় ১২০০ জন মহিলা কাজ করছেন। বর্তমানে উক্ত সমিতিতে নকশি কাঁথা, শাড়ী, পাঞ্জবী, বেডশীট ও ব্লক ও বাটিক তৈরি করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ও দেশের

বাহিরেও বিক্রয়ের জন্য পাঠানো হয়। মহিলাদের এত সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্য তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেই সাথে বিআরডিবিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন অসংখ্য মহিলা বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণে আগ্রহী। তাই বিআরডিবি'র এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি দুইমাসব্যাপী করার প্রস্তাব দেন।

৩.৩ এ পর্যায়ে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), মৌলভীবাজার কার্যালয় এর উপপরিচালক জানান, বিআরডিবি'র উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি ইউনিয়ন পর্যায়ে আয়োজন করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে জানতে চলমান। তিনি বলেন, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা গেলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের উক্ত প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করাসহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজ হবে।

৩.৪ মৌলভী বাজার সদর থেকে একজন সুফলভোগী ফকরুল ইসলাম এসএমই সভাপতি, বিআরডিবি জানান, আমাদের এসএমই ঋণের চাহিদা বেশী। তিনি বর্তমান বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ আবর্তক আবর্তন ঋণের সিলিং বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান।

৩.৪ উপপরিচালক কাজী নুরুজ্জামান বিআরডিবি থেকে বলেন, মৌলভী বাজার থেকে সুফলভোগীর যে কথা বললেন সে অনুযায়ী অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে। এই মুহূর্তে এই সমস্যা সমাধানের জন্য আশা ব্যাঞ্জক কিছু নেই। তবে পরবর্তীতে যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে সেখানে এই সমস্যার নিরসন করা হবে। বিআরডিবির নিজস্ব রিসোর্স পারসন না থাকায় ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ না হয়ে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ভবিষ্যতে ইউনিয়ান পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে মর্মে জনান।

৩.৫ মিল্কভিটা থেকে সুশীল সমাজের টেকেরহাট প্রতিনিধি ডি. এম মনোয়ার হোসেন, জানান যে, তিনি একজন সফল খামারী। তার ২০ টি গাভী ছিলো কিন্তু গোখাদ্যের অতিরিক্ত দামের জন্যে ১০টি গাভী বিক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে ১০টি গাভী লালন পালনের জন্য মিল্কভিটা থেকে ঘাসের বীজ ও চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছেন। তিনি গোখাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের অনুরোধ জানান।

৩.৬ জনাব দীপঙ্কর মন্ডল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্কভিটা বলেন অংশীজনদের সরাসরি উপস্থিতিতে এই মিটিং করলে আরো সমৃদ্ধ হবে। জেলা পর্যায়ে সভা আয়োজনের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে তা বিভাগীয় পর্যায়ে প্রেরণ করতে হবে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে সভা আয়োজনের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে তা হেড অফিসে প্রেরণ করতে হবে মর্মে জানান। তিনি আরও বলেন, মিল্কভিটার যেসকল সমিতি রয়েছে সেখানে যদি মিল্ক কালেকশন সফট্ওয়্যার এবং একাউন্টিং সিস্টেম সফট্ওয়্যার ব্যবহার করা যায় তাহলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩.৭ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্কভিটা বলেন যে, ইন্টারনাল স্টেকহোল্ডার ও এক্সটারনাল স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে এই মিটিং ফলপ্রসূ হবে মর্মে জানান। জেলা পর্যায়ে সভা আয়োজনের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে তা বিভাগীয় পর্যায়ে প্রেরণ এবং বিভাগীয় পর্যায়ে তা হেড অফিসে প্রেরণ করতে হবে মর্মে জানান। তিনি আরও জানান মিল্কভিটার যে সমিতি ও দুগ্ধ ক্যালেকশন পয়েন্ট এবং একাউন্টিং সিস্টেম রয়েছে সেখানে যদি সফ্ওয়্যার ব্যবহার করা যায় তাহলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩.৮ সুশীল সমাজের প্রতিনিধি জনাব আ: কুদ্দুস শেখ, কমিউনিটি পুলিশের সহ-সভাপতি জানান এই অঞ্চলের কৃষকেরা বিআরডিবি থেকে ঋণ নিয়ে উপকৃত হন এবং সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করেন। বর্তমানে বিদ্যমান ঋণের সুদের হার বেশী

হওয়ায় সুদের হার হ্রাসের জন্য অনুরোধ করছি। তিনি আরও বলেন এসএমই ঋণ চলাকালীন যদি কোন সদস্য মারা যান সেক্ষেত্রে ঋণের টাকা মওকুফের জন্যও তিনি আনুরোধ করেন।।

৩.৯ মো: তৈয়বুর রহমান ২ নং গায়েদা মডেল ইউনিয়ান পরিষদ, শেরপুর, বগুড়া থেকে বলেন, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যা জনগণের মধ্যে অত্যন্ত সুফল বয়ে আনছে। কালসীমাটি গ্রামে আরডিএ এর সহযোগিতায় অনেক গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এই কার্যক্রম দ্বারা এই এলাকার নাগরিকগণ অনেক উপকৃত হয়েছেন। তিনি কার্যক্রমটি অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বলেন, আরডিএ'র মাধ্যমে যদি এই এলাকায় আলু, ধান, গম ও ভুট্টার উন্নতজাতের বীজ বিতরণের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে এলাকার চাষীরা অনেক উপকৃত হবে।

৩.১০ বগুড়া থেকে ১ জন প্রশিক্ষণার্থী বলেন, ১৬০০/- টাকা ফি দিয়ে তিনি আরডিএ বগুড়ার কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ক ১টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য হলো গ্রাম ও ইউনিয়ান পর্যায়ে গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজননের সুবিধা পৌছে দেওয়া। যেমন গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন। তিনি আরও বলেন ১নং ইউনিয়ন খড়াগাছা, রংপুর এলাকার জনগণ গরুর জাত উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন নয়। সুতরাং এ এলাকায় প্রশিক্ষণের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

৩.১১ দৈনিক স্বদেশ প্রতিদিন, বগুড়া এর সাংবাদিক দীপক কুমার সরকার বলেন শুদ্ধাচার বিষয়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন অগ্রগতি, সফলতা ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা তথ্য নিবে তাদের অবাধ তথ্য পেতে অনেকটা বিড়ম্বনা হয়। প্রতিটি সেক্টর থেকে যেন তথ্য অবাধ ও সুষ্ঠভাবে পেতে পারে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই এলাকার ডেইরি ফার্মগুলোর উন্নয়নের জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া আরডিএ'র গবেষণার মাধ্যমে কীভাবে দেশীয় পোল্ট্রির ফিড তৈরি করা যায় এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও অনুরোধ জানিয়েছেন।

৩.১২ এ্যাডভোকেট আ: রহমান বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি বলেন বাংলাদেশ যে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে কাজ করছে এক্ষেত্রে শুদ্ধাচারের যে ভূমিকা এ বিষয়ে তিনি প্রশংসা করেন। তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ উন্নয়নের যে রূপরেখা প্রনয়ন করেছেন তা বাস্তবায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই বিভাগের সকল দপ্তর/সংস্থার সরেজমিনে মনিটরিং পরিদর্শন জোরদার করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন সরকারের সম্পদ রক্ষার্থে ঋণ প্রদান ও ঋণ আদায়ের বিষয়ে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

৩.১৩ পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সুফল ভোগীদের ক্ষুদ্র অর্থায়নে সহযোগিতা করছে। সুফলভোগী সৈয়দা আফছারুন নাহার বারবি মহিলা সমবায় সমিতি পল্লবী থেকে বলেন, তিনি পিডিবিএফের সাথে ৬ বছর ধরে সংযুক্ত রয়েছেন। তিনি পিডিবিএফ থেকে ঋণ নিয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। পিডিবিএফ এর সঞ্চয় জমা করলে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে যদি সঞ্চয় ভেঙে টাকা উত্তোলন করা হয়, সে ক্ষেত্রে লাভসহ টাকা উঠানো যায়। তিনি বলেন নবজাতক সঞ্চয়ী বীমা পাঁচ বছর মেয়াদী। নবজাতক সঞ্চয়ী বীমার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ জানান।

৩.১৪ বঙ্গবন্ধু পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর একজন সুফলভোগী আফরোজা ফারুক, তিনি প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজে উদ্যোক্তা হয়ে কাজ করছেন এবং বাপার্ডে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি জানান সেলাই, এমব্রোডারী, ব্লকবাটিক এর উপর কাজ শিখানো হচ্ছে।

এ পর্যায়ে সুফলভোগী মোছাম্মৎ সোনালী,দপোনিয়া মহিলা কেন্দ্র থেকে বলেন, এসএফডিএফ থেকে ঋণ নিয়ে তিনি ০৩টি ছাগল ক্রয় করেছিলেন বর্তমানে ১৭ টি ছাগল এবং ০৩টি গরু রয়েছে মর্মে জানান। তিনি আরও জানান এই কেন্দ্রে ২৫ জন সদস্য রয়েছে। তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

৩.১৫ মিল্কভিটার সুফলভোগী জনাব আল মাহমুদ, বাঘাবাড়ি ঘাট দুগ্ধ কালেকশন পয়েন্ট থেকে বলেন, তিনি একজন খামারি। দুধের ও গো খাদ্যের দামেরসাথে সামঞ্জস্য নেই। বর্তমানে দুধের দাম বাড়ানোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

৩.১৬ বার্ডের ১৫৭ তম বিসিএস বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী বলেন বার্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। বার্ডের প্রশিক্ষণ প্রদানের সুন্দর পরিবেশ রয়েছে। এই প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার ও অন্যান্য বিষয়ে অবগত করা হয়। যার ফলে এই প্রশিক্ষণ বাস্তব জীবনে অত্যন্ত ফলপ্রসু হবে।

৩.১৭ অ্যাডভোকেট সুশীল কুমার পাল, সদস্য রুপসা সমবায় সমিতি। তিনি বলেন আর্থিক সংকটের কারণে সব সদস্যদের চাহিদা মেটাতে পারছেন না। সময়মতো ঋণ না পাওয়ায় অনেক সদস্য অন্যত্র চলে যাচ্ছে। তিনি বলেন বিআরডিবির মাধ্যমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই কেন্দ্রের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে সদস্যরা ঋণ পাবে এবং উপকৃত হবে, দেশের জনগণ উপকৃত হবে ও সমৃদ্ধশালী হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। সর্বোপরি বাংলাদেশ উন্নত হবে। আবর্তক ঋণের হার ২ ডিজিট থেকে কমিয়ে এক ডিজিটে আনার অনুরোধ জানান। সমিতি পর্যায়ে একক ঋণ চালু জন্যও অনুরোধ জানান।

৪. সভাপতি জানান জনগণের জন্যই সকল আইন প্রণীত হয়েছে। জনগণকে সেবা প্রদানের জন্য সিটিজেন চার্টার, জিআরএস, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন হতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যই মন্ত্রপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এই অংশীজনের সভা আয়োজনের নির্দেশনা রয়েছে। এপিএ, এনআইএস, জিআরএস, সিটিজেন চার্টার, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে হবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিষয়সমূহ অবহিত হয়ে সে অনুযায়ী আচার আচরণগত উৎকর্ষ সাধন ও কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। এ বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্যাদি আপলোড করতে হবে। ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি অবহিত হয়ে সকলে উপকৃত হতে পারবে। যথাসময়ে তথ্য প্রদান, অভিযোগ নিষ্পত্তি ও সিটিজেন চার্টারে উল্লিখিত সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। আজকের সভায় সংযুক্ত থেকে প্রাপ্ত মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী ভবিষ্যতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

৫. **সিদ্ধান্তঃ**

অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:-

ক্র:নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যুগোপযোগী কার্যকর ইউনিয়ান পর্যায়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।	বিআরডিবি, সমবায় অধিদপ্তর, পিডিবিএফ এবং এসএফডিএফ, মিল্কভিটা।
২.	সমবায়ীদের আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করার বিষয়ে তাদেরকে	বিআরডিবি, সমবায় অধিদপ্তর, পিডিবিএফ এবং

	উৎসাহ ও পরামর্শ প্রদান করতে হবে।	এসএফডিএফ।
৩.	আবর্তক ঋণের সিলিং বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিআরডিবি, সমবায় অধিদপ্তর, পিডিবিএফ এবং এসএফডিএফ।
৪.	আবর্তক ঋণের সুদের হার ২ ডিজিট থেকে কমিয়ে এক ডিজিটে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিআরডিবি, পিডিবিএফ এবং এসএফডিএফ।
৫.	গাভী ও গরু মোটাতাজাকরণের সংক্রান্ত কাজে একটু অধিক ঋণ প্রদান করা যায় কিনা সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবেন।	বিআরডিবি, সমবায় অধিদপ্তর, পিডিবিএফ এবং এসএফডিএফ।

৬. পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২৭/০৩/২০২৬

(ড. হুমায়রা সুলতানা)

অতিরিক্ত সচিব

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।